দৈনিক ইনকিলাব
৩৯
তারিখ 12 MAY 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

উত্তরাঞ্চলে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা

॥ ইনকিলাব রিপোর্ট ॥

অব্যাহত খরার মৃয়মান বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল। ওদিকে তাপমাত্রার সামান্য উন্নতি ঘটলেও দেশের অন্যান্য এলাকার পরিস্থিতি এখনো অপরিবর্তিত। প্রচণ্ড দাবদাহে সর্বত্র খাল-বিল, নদী-পুকুর শুকিয়ে পানি তলায় নেমে গেছে। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে গেছে অতীতের সকল রেকর্ড ভেঙ্গে। বিশেষতঃ বৃহত্তর পাবনা, রংপুর; দিনাজপুর, কুষ্টিয়া এবং রাজশাহী জেলার জন-জীবন এখন বিপর্যস্ত। দেশের বিভিন্ন স্থানে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য মতে, খরায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬। ওদিকে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার দেশের উত্তরাঞ্চলে জেলাসমূহের সকল সরকারী, বেসরকারী, মাধ্যমিক, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা বন্ধ ঘোষণা করেছেন।

খরাপীড়িত উত্তরাঞ্চলীয় জেলাসমূহ থেকে আমাদের সংবাদদাতাদের প্রেরিত সংবাদ মতে, প্রচণ্ড উত্তাপে অসংখ্য মানুষের নাক থেকে রক্ত ঝরে; গায়ে ফোস্কা পড়ে যায়। দিনের বেলা আগুনের ফুলকীর মত বাতাসে পুড়ে মানুষ রাতের বেলায় শীত অনুভূত হয়। গরমে বহু স্থানে ডায়রিয়ার প্রকোপ দেখা দিয়েছে। চৌচির হচ্ছে ফসলের জমি। হস্তচালিত এবং শ্যালো নলকূপে পানি না পেয়ে চাষীরা কূয়ো অথবা পুকুরে অথবা নিজেরাই ১৫, ২০ ফুট গভীর গর্ত করে তাতে নলকূপ বসিয়ে পানি তোলার চেষ্টা করছেন। পানির আশায় মানুষ ছুটে যাচ্ছে শহরের দিকে। খরায় উত্তরাঞ্চলীয় জেলাসমূহের লাখ লাখ একর বোরো ও ইরি ধানের জমি বিনষ্ট হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

দিনাজপুর

দিনাজপুর থেকে আমাদের নিজস্ব

শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংবাদদাতা জানান, জেলার খরা পরিস্থিতি ভয়াবহরূপ ধারণ করেছে। গত ১০-১২ দিন আগ থেকে ঐ জেলার দক্ষিণাঞ্চলের হস্তচালিত নলকূপ এবং শ্যালো পাওয়ার পাম্পগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। দিনাজপুর শহরের তিন মাইল দূর থেকে মানুষ এক কলসী পানির জন্য শহরে আসছেন, দিশেহারা কৃষকরা শুকিয়ে যাওয়া পুকুর অথবা কূয়োর তলদেশে এমন কি নিজেরা ১৫-২০ ফুট গভীর গর্ত খুঁড়ে তাতে শ্যালো পাম্প বসিয়ে পানি তোলার চেষ্টা করছেন। ওদিকে মাঠে হাজার হাজার একর জমি শুকিয়ে যাচ্ছে। বুনা এবং রোপা ধান ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

রংপুর

রংপুর থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানান, প্রচণ্ড খরায় জেলার মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়ে পড়েছে। বৃহত্তর রংপুর জেলার কোথাও এখন শ্যালো এবং নলকূপে পানি নেই। কেবলমাত্র গভীর নলকূপ প্রকল্পগুলোতে ইরি চাষ অব্যাহত রয়েছে। এসব প্রকল্পের কোন কোন স্থানে পানির হিস্যা নিয়ে ঝগড়া এমনকি মারামারি পর্যন্ত হচ্ছে। কাউনিয়া উপজেলায় এ ধরনের এক সংঘর্ষে দু'জন চাষীর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। খরার কারণে কয়েক লক্ষ একর জমির বোরো এবং রোপা ধান নষ্ট হয়ে গেছে।

বৃষ্টিপাত না হওয়ার ফলে বৃহত্তর পাবনা, কুষ্টিয়া এবং রাজশাহী অঞ্চলের খরা পরিস্থিতি এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে। একই অবস্থা বিরাজ করছে দেশের মধ্য এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জেলাগুলোতে। খরার ফলে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহের কলেরা পরিস্থিতির উন্নতির কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

আমাদের পঞ্চগড় সংবাদদাতা জানিয়েছেন, দিনের বেলা প্রচণ্ড গরম এবং রাতে শীত পড়ায় সাধারণ মানুষের অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে পরিস্থিতির উন্নতি না ঘটলে এসব অঞ্চলের মানুষ এবং ফসলের অপূরণীয় ক্ষতিসাধিত হবে।

তথ্য বিবরণীতে জানা যায়, দেশের উত্তরাঞ্চলের বর্তমান প্রচণ্ড খরা এবং দুঃসহ গরমের প্রেক্ষিতে বিদ্যালয়গামী ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে সরকার ঐ অঞ্চলের সরকারী ও বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাসমূহ প্রয়োজনে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ রাখার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবেঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সাথে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং উপজেলা পরিষদকে অবহিত করবেন; বেসরকারী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং জেলা শিক্ষা অফিসারকে অবহিত রাখবেন; সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান স্থানীয় জেলা শিক্ষা অফিসারের সাথে পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং জেলা প্রশাসক ও আঞ্চলিক উপ-পরিচালককে অবহিত রাখবেন এবং ইবতেদায়ী ও দাখিল পর্যায় পর্যন্ত মাদ্রাসার শ্রেণীসমূহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং জেলা শিক্ষা অফিসারকে অবহিত রাখবেন।

কোন অবস্থাতেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা যাবে না এবং সম্ভব হলে পরবর্তী পর্যায়ে অনুমোদিত বার্ষিক মোট ছুটির সাথে উক্ত ছুটি সমন্বয় করতে হবে।